আধুনিক বাংলা কবিতার ছন্দ (জীবনানন্দ দাশ থেকে বিষ্ণু দে)

মঞ্জুভাষ মিত্র

কবিতা কাকে বলে এ নিয়ে পাতার পর লেখা হয়েছে, স্বয়ং কবিরাও এ বিষয়ে অনেক কথা বলেছেন। আধুনিক কবিতার প্রবাদপুষপো-বোদলেয়ার, বাংলা ভাষায় কবি জীবনানন্দ-সুধীন্দ্রনাথ দত্ত-বুদ্ধদেব দে-বিষ্ণু দে প্রভৃতির নাম এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে যেতে পারে। হৃদয়ের শুদ্ধ অনুভূতি আবেগের প্রকাশই কবিতা। এ সংজ্ঞা অবশ্যই গীতিকবিতার। এ সংজ্ঞা হতে পারত আধুনিক কবিতার। কিন্তু ওই গাঢ় — গাঢ়তম হৃদয়াবেগ প্রকাশিত হচ্ছে ছন্দের সুচা আয়তনে, আঙ্গিকের বিশিষ্ট বন্ধনে। এই ছন্দ শুধু শ্রবণে মধুর নয়, ধ্বনিতে ও দর্শনে বহু বিচিত্রও বটে। কখনো সে গ্রহণ করেছে যতি-পর্ব-যাত্রাসঙ্কেত-মিলের রহস্যময় ছাঁচ ও বিন্যাস কখনো বা আবরণআভরণ সব খুলে ফেলে আবির্ভূত হয়েছে টানা গদ্যে আকারে। গদ্য কবিতায় যেখানে কবি কবিতার মত করেও পংক্তি সাজিয়েছেন সেখানেও তাকে রূপে এবং স্বরূপে চেনা গেছে। আর 'কবিতার মত করে' এ কথাই বা বলছি কেন, সে তো প্রথম থেকে কবিতাই ছিল।

নেমেছে হাজার আঁধার রজনী, তিমির-তোরণে চাঁদের চূড়া,
হাজার চাঁদের চূড়া ভেঙে-ভেঙে হয়েছে ধূসর স্মৃতির গুঁড়া।
চলো চিরকাল জ্বলে যেথা চাঁদ, চির আঁধারের আড়ালে বাঁকা
(তোমারি চুলের বন্যার মতো অন্ধকার,
তোমারি চোখের বাসনার মতো অন্ধকার;
তবু চলে এসো, মোর হাতে হাত দাও তোমার,
কঙ্কা, শঙ্কা কোরো না।)
(শেষের রাত্রি ঃ বুদ্ধদেব বসু)

কঙ্কাবতী কাব্যের এই বিখ্যাত কবিতাটি যেমন কবিতা — আধুনিক কবিতা তেমনি আবার জীবনানন্দ দাশের বনলতা সেন কাব্যের 'হাওয়ার রাত' ও কবিতা — আধুনিক কবিতা

গভীর হাওয়ার রাত ছিল কাল — অসংখ্য নক্ষত্রের রাত,
সারা রাত বিস্তীর্ণ হাওয়া আমার মশারিতে খেলেছে,
মশারিটা ফুলে উঠেছে কখনো মৌশুমী সমুদ্রের পেটের মতো,
কখনো বিছানা ছিঁড়ে
নক্ষত্রের দিকে উড়ে যেতে চেয়েছে;
এক-একবার মনে হচ্ছিল আমার — আধো ঘুমের ভিতর হয়তো—
মাথার উপরে মশারি নেই আমার,
স্বাতী তারার কোল ঘেঁষে নীল হাওয়ার সমুদ্রে শাদা বকের মতো উড়ছে সে!
কাল এমন চমৎকার রাত ছিল।

কিন্তু আশ্চর্য, আবৃত্তি বা পাঠে পাঠক অনুভব করবেন দুটি কবিতায় ছন্দে 'বহুত অন্তর' — ঢের ব্যবধান আছে। প্রথম উদাহরণটিতে জমাট পদ্যছন্দ, কাব্যিক বাকস্পন্দ Poetic Diction মিলের সোনার মুকুট মাথায় পরে এসেছে; দ্বিতীয়টিতে স্বপ্নের আরোহী গদ্যের ধূসর-প্রান্তর দিয়ে ছুটে গেছে — সেখানে মিল নেই, নিয়মিত পর্ব নেই, নেই — বহুপ্রার্থিত মাত্রাসমকত্ব। আধুনিক বাংলা কবিতার ছন্দ পরিপূর্ণ পদ্যছন্দ এবং সম্পূর্ণ গদ্য ছন্দ এইদুটি বিপরীত মের মধ্য অবস্থান করেছে, নানা সূক্ষ্ম রূপ নিয়ে এসেছে এবং প্রকৃত কবিতা প্রেমিকের মন হরণ করেছে।

কবিতার পাঠকের পক্ষে, আধুনিক কবিতার পাঠকের পক্ষে ছন্দ সম্পর্কিত কিঞ্চিৎ পড়াশোনা জরি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ছন্দ' দিলীপ কুমার রায়ের 'ছান্দসিকী', মোহিতলাল মজুমদারের 'বাংলা কবিতার ছন্দ', অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়ের 'বাংলা কবিতার মূল সূত্র', প্রবোধ চন্দ্র সেনের 'নূতন ছন্দ-পরিক্রমা' 'ছন্দ পরিক্রমা', নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর 'কবিতার ক্লাস', শঙ্খ ঘোষের 'ছন্দের বারান্দা' ইত্যাদি বইগুলি যথেষ্ট প্রয়োজনীয় হয়ে উঠতে পারে। ইংরেজীতে লেখা Saintsbury-র ছন্দ-গ্রন্থাবলী, T.S. Eliot-এর 'Reflections on vers libre, A Lowell-এর 'The Rhythms of Free Verse' এবং 'Walt Whitman and the New Poetry', H. Monroe প্রণীত Poets and their Art, Ezra Pound-এর 'Make it New', G. W. Allen এর American Prosody প্রভৃতি প্রবন্ধ ও বইপত্র ছন্দ জিজ্ঞাসুরা ইচ্ছে করলে পড়তে পারেন।

ঋিকবিতার ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায়, সারা পৃথিবীতেই কবিতার ছন্দ ট্রপ্পব্বদব্দনন্তুনব্দপ্প বা ধ্রুপদী কবিতা, Romanticism বা রোমান্টিক কবিতা, Modernism বা আধুনিক কবিতা ইত্যাদি বিভিন্ন নবপর্যায়ের মধ্য দিয়ে সাবলীলভাবে ভ্রমণ করেছে, তার মূল প্রধান রূপগুলোকে প্রায় অবিকৃত রেখেই নব নব রূপের মুখশ্রী ধারণ করতে সক্ষম হয়েছে। বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে দেখা যায় তার বিখ্যাত প্রাচীন পয়ার — অক্ষরবৃত্ত-মিশ্র কলাবৃত্ত-পয়ারজাতীয় ছন্দ ইত্যাদি নামে এখনো ক্রিয়াশীল, যদিও, মিল ও যতির ক্ষেত্রে তার একালীন রূপটির আবিষ্কারক রবীন্দ্রনাথ, তাঁকে আমরা রোমান্টিক কবিতার গৌরবময় প্রতিভু বলতে পা

রি। আবার স্বরবৃত্ত-দলবৃত্ত-শাসাঘাত প্রধান বা ছড়ার ছন্দকেও রবীন্দ্রনাথ তাঁর ক্ষণিকার মত কাব্যে ও মূলত গানে বহুলভাবে ব্যবহার করে নতুন জীবন দিয়েছেন। জীবনানন্দ দাশ ও বুদ্ধদেব বসু গদ্যকবিতা লিখবার আগেই তিনি পুনশ্চ-শ্যামলী-শেসসপ্তক-পত্রপুটে গদ্যের এলাকা বিস্তীর্ণভাবে কর্ষণ করেছেন। 'এই বঙ্গীয় কবির সামনে অবশ্যই আমেরিকার কবি ওয়াল্ট হুইটম্যান এর Leaves of Grass গদ্য কবিতার আদর্শ ছিল কিংবা এলিয়টের কবিতা তথা আধুনিক কবিতার গদ্যময় অভিব্যক্তি সম্বন্ধেও তিনি উদাসীন ছিলেন না। তবু বলতে পারি তাঁর নিজস্ব স্বভাবের মধ্যেও গদ্যকবিতার পক্ষে প্রেরণা ও প্রবর্তনা অবশ্যই জাগ্রত ছিল। ছন্দোমুক্তির দিকেই তাঁর সেই বিখ্যাত যাত্রা, কবিতার ক্ষেত্রে এক বিপ্লবের সূচনা; উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে মাইকেল মধূসুদন দত্ত যেমন তাঁর অমিত্রাক্ষর ছন্দের আবিষ্কার দিয়ে বাংলা কবিতার ভিত পর্যন্ত নাড়িয়ে দিয়েছিলেন। এই 'ছন্দোমুক্তি' কথাটিই তাৎপর্যপূর্ণ, আধুনিক বাংলা কবিতা ছন্দের ভিতরে থেকেই ছন্দোমুক্তির আয়োজন করেছিল এ কথাটি স্মরণীয় এবং শঙ্খ ঘোষের 'ছন্দের বারান্দা' নামক বইটি পড়লে বোঝা যায় পুরোনো পদ্য থেকে নতুন কবিতায় উপনীত হওয়ার যাত্র াপথটা আধুনিক কবিতার ভিতরেও কি রকম তীক্ষ্ণভাবে উদ্যত। আধুনিক কবিরা ছন্দকে যথাসম্ভব সহজ স্বাভাবিক এবং অনায়াসভাবেই ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন এবং কাজ করতে গিয়ে তাঁদের ছন্দের নিয়ম ও বাঁধন জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে কিছুটা ভেঙ্গে ভেঙ্গে বা বিচূর্ণ করেই এগোতে হয়েছে।

আধুনিক কবিতার ছন্দ নিয়ে আলোচনা করতে গেলে New libre, Free Verse, Prose Poem প্রভৃতি কথাগুলির মুখোমুখি হতে হয়। প্রথম দুটির বঙ্গানুবাদ মুক্ত ছন্দ করা যায়, তৃতীয়টির গদ্যকবিতা। মিলযুক্ত স্বর-নির্ভর (স্বর = Syllable) পদ্যছন্দ মধ্যযুগ থেকে প্রভুত্ব বিস্তার করে আসছিল। এরই বিদ্ধে বিদ্রোহ করে উনিশ শতকের ফরাসী দেশে Vers Libre-এর উদ্‌গতি। হুইটম্যানের Leaves of Grass (১৮৫৫) আদর্শ হিসাবে কাজ করতে পারে কিন্তু র‍্যাঁবো-র Illumination-কেই (১৮৭৩) মুক্ত ছন্দের প্রথম নিখুঁত নিদর্শন বলা হয়ে থাকে এবং র‍্যাঁবো সম্ভবত 'তৃণের পাতা'-র অস্তিত্ব অবগত ছিলেন না।

র‍্যাঁবো-র মুক্ত ছন্দের উদাহরণ দিচ্ছি তাঁর সুপরিচিত 'O Seasons ? O Chateaus ! ' কবিতা থেকে।

হে ঋতুমালা, হে বনদুর্গ
কোথায়, আত্মা খুঁতহীন?
হে ঋতুমালা, হে বনদুর্গ।

তীব্র সুখের জাদুক্রিয়া আমি শিখেছি
মুগ্ধ করে সে সবাইকে আমাদের

তীব্র সুখ থেকে দীর্ঘজীবিত
যখন গলের মোরগেরা ডেকে ওঠে

আকাঙ্খারা এখন গিয়েছে চলে
আমার জীবন নিল সে নিজের করে

এ সম্মোহন বন্দী করছে আমার হৃদয় এবং আত্মাকে
ছড়িয়ে দিচ্ছে নিখিল বিশ্ব সকল পরীক্ষাতে
অনেক কথাই বলছি আমি — অর্থ কি তার
আমার কথা উড়িয়ে নিয়ে সে গেল কোথায়
হে ঋতুমালা, হে বনদুর্গ!

সহজেই অনুভূত হয় র‍্যাঁবো কবিতার পদ্যনিগড় বিচূর্ণ করার চেষ্টা করছেন, এখনো গদ্যের চেহারাটায় আঁকেন নি। কিন্তু মিলের বৈভব ও যতিপর্বমাত্রা প্রভৃতির তুমুল আধিপত্যকে ভিতরে ভিতরে ক্ষুন্ন করার সব আয়োজন সম্পূর্ণ করছেন। র‍্যাবো vers libre-তে লেখার অন্যতম পথিকৃৎ।

কিছু পরে ফরাসী কবি, এলিয়টের প্রিয় কবি, জুলে লাথার্গ তাঁর মুক্ত ছন্দে লেখা কবিতা পাঠকদের উপহার দিলেন। ফরাসী সাহিত্যে পদ্যের কঠোর শিকলের বিদ্ধে প্রতিবাদে প্রথমে কাব্যিক গদ্য ও তারপর গদ্যকবিতা, অতঃপর vers libre ও শেষে vers libre আসে। শেষোক্ত ছন্দে পংক্তিগুলি দৈর্ঘে অসমান, মিল থাকলেও থাকতে পারে কিন্তু বাক্‌স্পন্দই সব, ধরাবাঁধা পদ্যপ্রকরণগুলি লক্ষণীয়ভাবে অনুপস্থিত। ভার্স লিব্র-র সংজ্ঞা কি দেয়া যেতে পারে এ নিয়ে ভাবনা চিন্তা করা হয়েছে, শিল্প সমালোচক হার্বার্ট রীড বলেছিলেন এখানে উপাদান হিসেবে নিয়মিত বিন্যাসের জায়গা নিয়েছে পরিমিত বিন্যাস। — দাবী করা হয়েছে মুক্ত ছন্দ মনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম স্তর বা বিভিন্ন মর্জিকে সহজেই দেখাতে পারে। এর ছন্দ বহিরঙ্গ নয় আভ্যন্তরীন, অবয়ব কাঠিন্যের বিদ্ধে এর সংগ্রাম এবং কবিতার ভাববস্তু এখানে স্বাধিকারে স্বপ্রতিষ্ঠ হতে চাইছে। সত্যিকথা বলতে কি ভার্স লিব্র-র সংজ্ঞা দেয়া কঠিন এবং Free Verse আর এ প্রায় সমার্থক।

বুদ্ধদেব বসু-র 'চিল্কায় সকাল' একটি অনবদ্য কবিতা এবং একে vers libre বা Free Verse যাই বলা যাক না, তাতে তার কাব্যত্ব বিন্দুমাত্র ক্ষুন্ন হয় না।

কী ভালো আমার লাগলো আজ এই সকালবেলায়
কেমন করে বলি।
কী নির্মম নীল এই আকাশ, কী অসহ্য সুন্দর,
যেন গুনীর কণ্ঠের অবাধ উন্মুক্ত তান
দিগন্ত থেকে দিগন্তে।

'ছন্দোমুক্তি' বা 'মুক্তছন্দে' আর একটা ভালো উদাহরন সমর সেনের 'একটি মেয়ে' নামক অসাধারণ কবিতাটি

একটি মেয়ে
আমাদের স্তিমিত চোখের সামনে
আজ তোমার আবির্ভাব হ'লো
স্বপ্নের মতো চোখ, সুন্দর, শুভ্র বুক,

রক্তিম ঠোঁট যেন শরীরের প্রথম প্রেম,
আর সমস্ত দেহ কামনার নির্ভীক আভাস;
আমাদের কলুষিত দেহে
আমাদের দুর্বল, ভী অন্তরে
সে উজ্জ্বল বাসনা যেন তীক্ষ্ম প্রহার —।
— একে একটি পরিপূর্ণ কবিতা হিসেবে অনুভব করা সত্যিই সহজ।

আধুনিক কবিতার ছন্দ নিয়ে বলতে গেলে প্রাসঙ্গিকভাবে Free Verse নিয়েও কিছু বলতে হয়। 'ফ্রী ভার্স' শব্দগুচ্ছ ব্যবহৃত হয়েছিল ওয়াল্ট হুইটম্যানের কবিতাকে মনে রেখে। পদ্যের নিয়ম ভেঙ্গে সেখানে অনিয়মের দিকেই যাত্রা করা হয়েছিল এবং এভাবেই এসেছিল ছন্দের মুক্তি। উদাহরণ হিসেবে Leaves of Grass-এ হুইটম্যানের Songs of Myself থেকে পংক্তি তুলছি —

I celebrate myself;
And what I assume you shall assume;
For every atom belonging to me, as good belongs to you
I lost and invite my soul;
I lean and loaf at my ease, observing blade
of summer grass.

''আমি নিজেকে নিয়ে নিজে উৎসবপ্রচার করি
এবং আমি যে ভাব ধারণ করেছি তুমিও সেই ভাব ধারণ করবে
আমার অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি অনুপরমানুকণিকা, সমান সুন্দর তারা তোমারও রয়েছে
আমি হারিয়ে ফেলি এবং ডেকে নিই আমার আত্মাকে
আমি ঝুঁকে থাকি, স্বচ্ছল আলস্যে সময় কাটাই, গ্রীষ্মের ঘাসের
একটা কণা দেখে দেখে''

হুইটম্যানের কবিতার এই অবয়বকে কি বলব, এ কি শুধুই তাললয়যুক্ত গদ্য? বরং একে স্পষ্টভাবে কবিতার গুণসমন্বিত বলাই শ্রেয়। ফ্রী ভার্স তাকেই বলা যায় যখন চোখে দেখে অথবা কানে শুনে অনুভূত হয় একটা কবিতার ভিতরে ধারাবহিকভাবে ছন্দছাঁচে অনিয়মই এঁকে গেছে। এই অনিয়ম শুধু চোখে নয় কানেও উপলব্ধ। ছাপার হরফে একে কবিতার মত সাজালেও তেমন উনিশবিশ হয় না, এর চারিত্র্যের কোন বদল হয় না। ছন্দ-বেগে একটা নতুন বাকস্পন্দ ছন্দস্পন্দ আনা হয়েছে এই কথাটাই গুত্বপূর্ণ।

ইংরেজী আধুনিক কবিতায় এই ফ্রীভার্স কোথা থেকে এসেছে এ নিয়ে বিস্তর গবেষণা হয়েছে। অনূদিত বাইবেলের কীং জেমস সংস্করণের গদ্য একটা পূর্ব আদর্শ বলে মনে করা হয়। পদ্যের ছন্দের ভিতরে ভিতরে মুক্তির প্রবাহ এনেছিলেন জন মিলটন তাঁর প্যারাডাইস লস্টে। বাংলা ছন্দে এই কাজটি করেছিলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। তাঁর অমিত্রাক্ষর ছন্দ ছেদ যতির শাসনমুক্ত হয়ে কেবলমাত্র ভাবানুসরণে নির্দিষ্ট হয়েছিল, এতেই একটা ছন্দবিপ্লব অনুষ্ঠিত হয়েছে। ইয়োরোপীয় সাহিত্যে হোল্ডার্লিন, হাইনে, বোদলেয়ার — এঁরা নিয়ে এলেন আধুনিক কবিতায় মুক্তছন্দ। উনিশ শতকের শেষের দিকে ফরাসী সিম্বলিস্টরা ফ্রী ভার্সকে মর্যাদায় উন্নীত করেছিলেন। আধুনিক কবিতার ছন্দের এই মুক্ত স্বরূপের একটু নমুনা পেশ করছি-আর্তুর র‍্যাঁবো-র 'Aube' অর্থাৎ 'প্রভাত' কবিতা থেকে। এই কবিতাটি টানা গদ্যের আকারে লিখিত।

প্রভাত

আমি গ্রীষ্মের ভোরবেলাকে জড়িয়ে ধরেছি। প্রাসাদসমূহের চূড়ায় এখনো কিছু নড়াচড়া করে নি। জল মৃত। ছায়ায় শিবিরগুলো জঙ্গলে রাস্তা ছেড়ে চলে যায় নি। আমি হাঁটছিলাম, জাগিয়ে তুলেছিলাম উষ্ণ ও জীবন্ত নিশ্বাসরাজিকে এবং দামী পাথর-থালারা লক্ষ্য করছিল এবং ডানারা উঁচুতে উঠল শব্দবিহীনভাবে। ঠান্ডা, ধূসর, তাপময় পথে প্রথম সাহসী অভিজ্ঞতা, একটা ফুল আমাকে তার নাম বলেছিল।

আমি ব্লন্ডচুলের ভেসারফল - কে দেখে হাস্য করেছিলাম, তার চুল পাইনগাছদের ভিতর দিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে অবিন্যাসে, রৌপ্যমন্ডিত চূড়ায় আমি দেবীকে চিনলাম।

তারপর একের পর এক আমি তার বসন ঘোমটা তুললাম। পথে যেতে আমার বাহুর দোলা। সমতলে কামনামোরগের কাছে আমি তাকে প্রত্যাখ্যান করেছি। মহান শহরে সে পালিয়ে গেল উপাসনা মন্দিরের ঘন্টা আর গম্বুজের মধ্যে; এবং ভিখারীর মত মর্মরে নির্মিত জাহাজঘাটায় ছুটতে ছুটতে আমি তার পশ্চাৎ অনুসরণ করছি।

পথের মাথায় একটা লরেল গাছের বনের কাছে আমি তাকে ঘিরে ফেললাম তার পূঞ্জীভূত ঘোমটার ভিতর এবং আমি তার বিশাল শরীরকে একটু অনুভব করলাম। প্রভাত এবং শিল্পটি পতিত হ'ল বনের চরণপ্রান্তে।

যখন জেগে উঠলাম তখন দুপুর হয়ে গেছে।

এবার অনেকটা এই রকম ফ্রী ভার্সের একটা নমুনা আধুনিক বাংলা কবিতার ছন্দে — উদ্ধার করছি বুদ্ধদেব বসুর — 'এলা-দি' নামক কবিতাটির শু থেকে।

পুরোনো পাড়া, ট্রাম থেকে ঘুরে; ব্যস্ততা, ভিড়, খাটুনির বাইরে,
বড়ো বড়ো গাছের ছায়ায় গম্ভীর — আমি সেখানে সময় পেলেই যাই,
এলাদিকে দেখতে।
'দেখতে' কথাটা ঠিক। কেন না, আমি, ছেলেমানুষ,
সবেমাত্র উনিশ আমার বয়স, কোন্ কথা আমি বলতে পারি এলাদিকে,
যা এর আগে অন্য অনেকে গুণগুণ করেনি তাঁর কানে —
সেইসব ভাগ্যবানের দল, কয়েকবছর আগে জন্মাবার সুযোগ পেয়ে,
আমার জন্যে কিছুই আর বাকি রাখেনি যারা!

(একদিন-চিরদিন)

স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে বাংলা কবিতার ছন্দ ভিতরে ভিতরে তার মুক্তির তাগিদটা প্রখরভাবেই অনুভব করেছিল।

বিংশ শতকে ফ্রীভার্স এত বহুলভাবে ব্যবহৃত হ'ল যে অনেকেই একে বিংশশতকের কবিতার নিজস্ব ছন্দ বলতে চাইলেন। রিলকে, আপেলিনোর, সাঁ জঁা পার্স, এলিয়ট, এজরা পাউন্ড, উইলিয়াম কার্লস উইলিয়াম প্রভৃতির কবিরা এই ছন্দটি খুবই ব্যবহার করেছিলেন। এ কথাও মনে রাখতে হবে বিংশ শতকের প্রথমার্ধে ইংরেজ ও আমেরিকান কবিরা হিউস ও এজরা পাউন্ডপ্রবর্তিত ইকোজিস্ট বা চিত্রকল্পবাদী কাব্য আন্দোলনের সঙ্গে কমবেশী জড়িয়ে পড়েছিলেন বা তার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে যাঁর জন্ম সেই নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত ফরাসী কবি সাঁ জঁা পার্স (সাঁ ঝুন-পের্স অরুন মিত্রের উচ্চারণে) তাঁর আনাবাস' (Anabas) প্রভৃতি কাব্যে যে মুক্ত ছন্দ বা ফ্রীভার্স ব্যাপকভাবে অনুশীলন করেন তা পদ্যের নির্মোক বর্জন করে সরাসরি গদ্যের রূপেই আবির্ভূত হয়েছিল।

উদ্বন্ধ - ঢ -নামক কাব্যের অংশ অনুবাদ করছি।

আনাবাস — ১

তিনটি অসাধারণ ঋতুবৎসরে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে আমি যে ভূমিখন্ডে নিজের নিয়ম চালু করেছি তার সম্বন্ধে চমৎকার ভবিষ্যৎবাণী করছি। সকালবেলা অস্ত্রসমূহ সুন্দর এবং সমুদ্রটি। আমল্ডবাদামবিহীন এই পৃথিবীকে আমাদের ঘোড়াগুলিকে দেয়ার পর এই নির্দোষ আকাশটি কাছে এল। এবং সূর্যের দেয়া হয় নি নাম, কিন্তু তার শক্তি আমাদের মধ্যে এবং সকালবেলার সমুদ্র যেন আত্মাকে স্বীকৃতি দেয়ার মত। ক্ষমতা, তুমি আমাদের রাত্রিপথসমূহের উপর গান গাইতে!......... শুদ্ধ সকালবেলার ভাবনায় স্বপ্নের কথা আমরা কি জানতাম, আমাদের জন্মগত অধিকার? আরো একটি বছর তোমাদের ভিতর! শস্যপ্রভু, লবণপ্রভু, স্বরাষ্ট্র প্রভু সবাই সমান মানদন্ডে! আমি অন্য পারের মানুষ জনকে ডাকব না। আমি ডাকব না শহরের বিশাল জেলাগুলোকে প্রবালচূর্ণ বিকীর্ণ ঢালুতে। কিন্তু আমি প্রস্তাব দিচ্ছি তোমাদের মধ্যে থাকবার। তাবুসমূহের দুয়ারে গৌরব সর্বশ্রেষ্ঠের ভিতর! আমার শক্তি তোমাদের ভিতর। এবং লবণের কত শুদ্ধভাবনা সারাদিন ধরে তার বিচারশালা বসিয়েছে।

স্বাধিকারপ্রমত্ত ছন্দের সমর্থনে সুররিয়ালিজমের স্বতঃস্ফূর্ত লেখনী এবং স্বপ্ন ও অবচেতনার দুর্লভ গুঞ্জনের এমন ব্যবহার সত্যিই মনকে ছুঁয়ে যায়। বাংলা আধুনিক কবিতায় অণ মিত্র অনেক সময়েই এই পথ দিয়ে হেঁটেছেন। বুদ্ধদেব বসু সংকলিত আধুনিক বাংলা কবিতায় অণ মিত্রের 'অমরতার কথা' কবিতাটির প্রতি পাঠকপাঠিকার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

অমরতার কথা

বাসনগুলো এক সময়ে জলতরঙ্গের মতো বেজে উঠবে। তার ঢেউ দেয়াল ছাপিয়ে পৃথিবীকে ঘিরে ফেলবে। তখন হয়তো এই ঘরের চিহ্ন পাওয়া যাবে না। তবু আশ্চর্যকে জেনো। জেনো এইখানেই আমার হাহাকারের বুকে গাঢ় গুঞ্জন ছিলো।

আমার বন্ধ বাতাসে যে গান পাষাণ হয়ে থাকে তা ভেঙ্গে ছিটিয়ে পড়ুক, কল্পনার স্বর সমুদ্র হোক এই আশায় আমি অথই। অবিশ্রাম অনুরনণে পাঁচিল ধবসে যাবে, কালরোলে ভিটে মাটি তলাবে। তখন ঘূর্ণির পাকে বুঝে নিয়ো কোথায় সেই বিন্দু যেখান থেকে জীবন ছড়িয়ে পড়লো মৃত্যুর গহ্বরে।

কাঠকুটো আসবাব আরাম বন্য উঠবে। ভরা কচিপাতার ঝিলমিল মুড়ে ঝিমোয়, ভিতরে ভিতরে কোথায় হারিয়ে থাকে অঙ্কুরের ঝাপটানি। তবু অঙ্কুরের ঝাপটানি। তবু সূর্য ডুবলে আমার চোখে বারবার ঘনিয়ে আসে বন।

ওরা আবার বন্য হয়ে উঠবে। আমার ছাত দেয়াল মেঝের শূন্যতা ভরে অরণ্য জাগবে। সবুজের প্রতাপে এই শুকনো কাঠামো চুর্ণ হবে। সেই ধবংসের গহনে খুঁজে নিয়ো আমার বসতি, সেখানে পোড়ামাটি ইটের ভিতর রস ছিলো অমৃতের মতো।

সব দেশের আধুনিক সাহিত্যেই ফ্রীভার্সকে নিয়মিত পদ্যছন্দের চেয়ে বেশী স্বাভাবিক বলে ভাবা হয়েছে এবং একে অধিক গণতান্ত্রিক এমন কি বৈপ্লবিক পর্যন্ত মনে করা হয়েছে। পাউন্ড মনে করতেন প্রথাগত ছন্দ মুখের স্বাভাবিক ভাষাকে ক্ষুন্ন করে। আসলে আধুনিক কবিতার ছন্দ তার চারিত্রে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্যই প্রচলিত ছন্দরীতিকে কিছুটা বিচূর্ণ করতে চেয়েছিল। এ খুঁজেছিল লিখবার ও আবৃত্তি করার নতুন ছন্দঃস্পন্দ অথবা নিয়মাবলী'More accurately it must adopt a new set of rules which it can obey, find another way of speaking and writing.'(Princeton Encyclopaedia of Poetry and Poetics; cd. By Alex Preminger) -চিরাচরিত ছন্দকে মানছি না, এই মনোভাব থেকে অধুনিক কবিতার ছন্দের উদগতি। কিন্তু মুক্ত ছন্দ বা Free Verse কথাটি সম্পূর্ণ ভুল পথে পরিচালিত করতে পারে। যেহেতু ছন্দ একটা শিল্পআঙ্গিক অতএব এ সম্পূর্ণভাবে নিয়মবর্জিত বা সীমাহীনভাবে বিশৃঙ্খল হতে পারে না। আধুনিক বাংলা ছন্দ পূর্ববর্তী রোমান্টিক কবিতার ছন্দকে ও তারো আগের ক্লাসিকাল ছন্দকে নিয়েই কাব্য করেছে কিন্তু কিছু কিছু নতুন উদ্ভাবনের সাহায্যে সেখানে এক ভিন্ন মাত্রা এনেছে। হয়তো কেউ কেউ বলতে চাইবেন নতুন ছন্দ পুরোনো ছন্দকে গ্রহণ করেই বর্জন করেছে। আসলে আধুনিক কবিতার ছন্দে পর্ব-যাত্রাযতির নিয়মাবলীকে নমনীয় ও প্রসারিত করা হয়েছে। মুখের ভাষা ও পদান্বয়কে আরো অধিকতর স্বাধীনতা দেয়ার জন্য। আধুনিক বাঙালী কবিরা অনেক সময়েই কোনো শব্দের মাত্রাগণনায় অভিনবত্ব আনলেন, মূল ছন্দের কাঠামোর সঙ্গে ভিন্ন ছন্দের নিয়ম মিশিয়ে দিলেন এবং ব্যাপারটা বেশ সহজে খাপ খেয়ে গেল। নানাভাবে তাঁরা পংক্তি ও স্তবক সাজালেন, মিল দিলেন অথবা দিলেন না এমন কি গদ্যকে পদ্যের মত সাজালেন অথবা সরাসরি গদ্যের দিকে যাত্রা করলেন।

উদাহরণ সহযোগে আরো একটু বিশদ করছি। রবীন্দ্রনাথ শুধু বাংলা কবিতায় নতুন মাত্রাবৃত্তের উদ্ভাবন করে নি, যুগ্ম ধবনির শ্লিষ্টি হওয়ার নিয়ম আবিষ্কার করে, রবীন্দ্রীয় গীতিছন্দের প্রবর্তন করে পরবর্তী কবিদের পথ ও সুগম করেছেন। আবার, বাংলা ছন্দের প্রথম বৈজ্ঞানিক আলোচনাও তিনিই করেছেন। তাঁর 'ছন্দ' গ্রন্থখানি অবশ্যই কবিযশোপ্রার্থীর পঠিতব্য। 'গদ্য ছন্দ' নামক নিবন্ধে বলেছেন "তেমনি গদ্যরচনার যেখানে রসের আবির্ভাব সেখানে ছন্দ অতিনির্দিষ্ট রূপ নেয় না, কেবল তার মধ্যে থেকে যায় ছন্দের গতিলীলা।" গদ্যের ভিতর এই ছন্দের গতিলীলা, রবীন্দ্রনাথ আধুনিক পাশ্চাত্ত সাহিত্যে দেখেছেন ওয়ালট হুইটম্যানের কাব্যে। 'সাধারণ গদ্যের সঙ্গে তার প্রভেদ নেই, তবু ভাবের দিক থেকে তাকে কাব্য না বলে থাকবার জো নেই।' 'ছন্দের হসন্ত হলন্ত' প্রবন্ধটিও কৌতূহলোদ্দীপক। "সেই 'মানসী' লেখবার বয়সে আমি যুগ্মধবনিকে দুইমাত্রার মূল্য দিয়ে ছন্দ রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছি।" এখানে রয়েছে বাংলা কবিতার ছন্দের এক ঐতিহাসিক বাঁকবদলের কথা। এভাবেই জন্ম হয়েছে মাত্রাবৃত্ত অথবা কলাবৃত্তের। এই ছন্দকে আধুনিক বাঙালী কবিরা-সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অমিয় চত্রবর্তী, বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব বসু প্রভৃতি কবিরা সার্থকতার সঙ্গেই ব্যবহার করেছেন। অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন অক্ষরবৃত্তে তিনমাত্রার শব্দকে প্রয়োজনে দুইমাত্রায় নিয়ে আসা যায় অথবা বিপরীতভাবে দুইমাত্রার শব্দকে তিনমাত্রায় প্রসারিত করা যায়। ছন্দে যে কানে শোনার ব্যাপারটা গুত্বপূর্ণ চাক্ষুষের চেয়ে এটা বোঝা যায়।

'আধুনিক বাঙালী কবিরা স্বভাবতই ছন্দ নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করলেন। কিন্তু তাঁরা স্বৈরাচারী নন, শিল্পের শৃঙ্খলাকে তাঁরাও মান্য করেছেন। শুধু ছন্দকে করে তুলেছেন অধিকতর নমনীয় ধারনক্ষম। জেরাল্ড ম্যানলি হপকিন্স তাঁর Spreeng Rhythm এ মুক্তছন্দ ও পদ্য ছন্দের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য বিধান করেছিলেন। উদাহরন হিসেবে 'The Windhover' নামক কবিতাটির একটি স্তবক থেকে উদ্ধৃত করছি। ওই কবিতাটিতে বাজপাখির বর্ণনার সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েছে যীশু খৃষ্টের অভিব্যঞ্জনা

I caught this morning morning's minion, Kingdom of daylight's dauphin, dapple-drawn Falcon, is his riding
Of the rolling level underneath him steady air, and striding
High there, how he rung upon the rein of a wimpling wing
In his ecstasy! them off, off forth on swing,
As a skate's heel sweeps smooth on a bow-bent; the hurl and gliding
Rebuffed the big wing. My heart is hiding
Stirred for a bird, - the achieve of, the mastery of the thing !

ছণ্ডন্দ্বক্স্ত্রপ্তস্ত ত্ত্বপ্তন্দ্বস্ত ড্রপ্সম্মান্সন্তব্দ, ত্নপ্সন্দ্বপ্পব্দক্রস্ত্ত ত্নব্জপ্সব্দন্দ্ব জ্ঞ ত্নন্দ্বক্সন্ধাব্তন্তগ্ন

অমিয় চক্রবর্তী এই ছন্দের অনুকরণ করেছিলেন। 'রাত্রিযাপন বা 'এপারে'-র মত কোনো কোনো কবিতা মনে পড়ে যেতে পারে।

আর, অজ্ঞান মুহূর্তগুলো, তারায়
মিলিয়ে রইলো স্বচ্ছ ধারায়।
জেগে-থাকা চোখে,
মাটি গাছ মাঠের জমা-ঠান্ডা, দৃশ্য পলকে-পলকে
বদলালো একটু বর্ণ; তবু বর্ণহীন
একটু আলো ছিল, ক্ষীণ খুব ক্ষীণ।
আলোর সূক্ষ্ম প্রাণ অণুতে অণুতে কি হচ্ছিলো। কালোর মধ্যে
দিয়ে উদয়।
(রাত্রিযাপন)

অথবা

ইন্দ্রিয়ের চূর্ণ সুরে
জেগেছে সংসারপ্রান্তে আদিম গায়ন্ত্রীমন্ত্রময়
ভূর্ভুবঃ স্বঃ
হোক না স্বেচ্ছায় বন্দীত্রাণ
হঠাৎ সে মুক্তি পেলো
(এপারে)

লক্ষণীয় পংক্তিবিন্যাস, যতিপতনের আকস্মিকতা, ছন্দে মিলে এলায়িত বিন্যাস ও মুখের ভাষার সংক্রাম। আধুনিক কবিতা ছন্দ মুক্তছন্দের মাধ্যমে এই কাব্যটুকুই করতে চেয়েছে, সে ছন্দের ঘর ত্যাগ করেনি বরং ছন্দের বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছে, বাইরের আলোকিত মুক্তিকে তার অন্তরঙ্গে আহ্বান করে এনেছে। নিয়মের মধ্যে এই অনিয়মকে মেশানোর স্বাধীনতাটুকু সে কবিতার ভাবপ্রবাহের প্রয়োজনেই নিয়েছে। এ ব্যাপারে শঙ্খ ঘোষ খুব সুন্দর করে বলেছেন পদ্য ছন্দ থেকে সর াসরি গদ্যছন্দে চলে এলে মুক্তি পাওয়া যায় ঠিকই। "কিন্তু কেবল এইটুকুই নয়। হয়তো আরো একরকম প্রচ্ছন্ন মুক্তি সম্ভব। ছন্দ থেকে নয়, ছন্দের মধ্যেই আছে সেই মুক্তি ঃ ঘর আর পথের মাঝখানে যেন এক খোলা বারান্দা আছে কোথাও। কখনো বা চলে আসা যায় সেই বারান্দায়, ছন্দের বন্ধনের মধ্যে থেকেই কখনো কখনো ভেঙ্গে দেওয়া যায় তার শুকনো নিয়ম, মিটিয়ে নেওয়া যায় গদ্যপদ্যের পরোক্ষ বিরোধ। এক হিসেবে আধুনিক ছন্দের ইতিহাস হলো কণ্ঠ-বিরোধ-মীমাংস ারই ইতিহাস। (ভূমিকা ঃ ছন্দের বারান্দা ঃ শঙ্খ ঘোষ) বস্তুত কবি ও কবিতার মধ্যে আরোপিত নানা কৃত্রিম বাধা ভেঙ্গে দেয়াই ছিল আধুনিক ছন্দের উদ্দেশ্য। আধুনিক বাঙালী কবিরা কিভাবে ছন্দের মুক্তির দিকে গিয়েছেন, ছন্দের ভিতর থেকেই ছন্দভাঙ্গার গান গেয়েছেন তার নমুনা আধুনিক বাংলা কবিতার ভিতর থেকে চয়ন করা যায়।

প্রথমে জীবনানন্দের কবিতায় চোখ রাখছি ও কান পাতছি —

সাগরের ওই পারে — আরো দূর পারে
কোনো এক মের পাহাড়ে
এই সব পাখি ছিলো,
ব্লিজার্ডের তাড়া খেয়ে দলে দলে সমুদ্রের পর
নেমেছিলো তারা তারপর
মানুষ যেমন তার মৃত্যুর অজ্ঞানে নেমে পড়ে!
বাদামী সোনালী শাদা — ফুটফুটে ডানার ভিতরে
রবারের বলের মতন ছোটো বুকে
তাদের জীবন ছিলো —
তেমন অতল সত্য হ'য়ে!

জীবনানন্দের ছন্দ নিয়ে বুদ্ধদেব বসু তাঁর 'কালের পুতুল' প্রবন্ধে(পাখিরা) আলোচনা করেছেন—'বরং যুক্তবর্ণের স্বল্পতাই কবি এমনভাবে ব্যবহার করেছেন যে পয়

ারে দেখাচ্ছে নতুন স্বর'। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে এভাবেই জীবনানন্দ ঐতিহ্যবাহিত ছন্দের নিখুঁত দুর্গে কিছুটা আঘাত হানছেন। পূর্ববর্তী কাঠিন্য ভেঙ্গে তিনি আনতে চাইছেন নমনীয়তা। এর ফলে, ছন্দের পাটি চারপাশে ভালো করে আলগা করে দেয়ার ফলে বাকভঙ্গী ও শব্দব্যবহার অনেক বেশী স্বাধীনতা পাচ্ছে; জল-আলো-পুষ্টি ও স্বাধীনতার আদানপ্রদান আরো বেশী সহজ হচ্ছে। মিশ্রকলাবৃত্তের ৮।৬ বা ৮।১০ এর স্থায়ী পর্ব বিন্যাসটি জীবনানন্দ ভেঙ্গে দিয়েছেন। এখানে ৮ + 6, ১০ , ৮, ৮। ১০, ১০, ৮। ১০, ৮। ১০, ১০। ৪, ৮, ৮। ১০। ৬ ও ১০ এই হচ্ছে যথাক্রমে পংক্তিগুলির মাত্রা ও পর্ববিন্যাস। আধুনিক বাংলা কবিতা পর্ব বিভাজনে এই স্বাচ্ছন্দলাভকে তার অভীষ্ট মনে করেছে। এর ব্যাপক অনুশীলন প্রায় সব কবিই করেছেন। উদ্ধৃত অংশটিতে জীবনানন্দ অধিকন্তু দেখিয়েছেন মাত্র-প্রয়োগের স্বাধীনতা—'যেমন রয়েছে মৃত্যু/লক্ষ- ২১লক্ষ মাইল ধরে। সমুদ্রের বুকে—এখানে লক্ষ কে অক্ষরবৃত্ত-মিশ্রকলাবৃত্তের প্রচলিত দুইমাত্রা না ধরে তিন মাত্রা ধরতে হবে অর্থাৎ 'লক্ষ' শব্দটির প্রথম স্বর বা Syllable টি মাত্রাবৃত্তের মত বিশিষ্ট উচ্চারণে দুই মাত্রা হবে, পুরো শব্দটি তিনমাত্রার এবং এভাবেই পংক্তিটির দ্বিতীয় পর্বটি ১০ মাত্রার আকার ধারন করে ও ছন্দ ভেঙ্গেই ছন্দের পথে যাত্রা সম্ভবপর হয়।

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত স্বরূপে আধুনিক, নির্মানে ধ্রুপদী অথবা Classicist ; তিনিও কবিতার প্রয়োজনে অনায়াসে ছন্দের বাধভাঙ্গা পথে যাত্রা করেছেন

৮ + ৬ এখনও বৃষ্টির দিনে / মনে পড়ে তাকে

৮ + ১০ প্রাদেশিক শ্যামলিমা/ সেই পাংশু সাধারণ্যে ঢাকে ,

৬ অমনই সে আসে, /

৮ + ১০ রেখারিক্ত ভাবচ্ছবি / অবচ্ছিন্ন স্মৃতির উদ্ভাসে

৮ + ৬ লাক্ষণিক — নেত্রসার, / কপোলপ্রধান

১০ + ১০ প্রাকপছন্দ নটী যেন / সঙ্গে সঙ্গে ঘোচে ব্যবধান

৮ + ১০ উত্তর চল্লিশ আমি; / উদ্‌গ্রীব হয়েও যদি চাই।

৮ + ৪ দৃশ্য ও দ্রষ্টার মধ্যে / ভুলে যাই।

১০ তবু গলকম্বলের থর

৮ + ৬ চিকুরের অধিকাংশ / জোড়ে; নতোদর;

৮ + ১০ লুকায় পায়ের ডগা / আধোমুখে ক্বচিৎ তাকালে

(সংবর্ত)

অথবা

৮ + ৬ শ্বাপদসংকুল নয় / সেখানে কানন

১০ দুরাত্রম্য নয় গিরিচূড়া,

৬ পরিশ্রুত সুরা

১০ নিদাঘের অফুরন্ত দিন

৬ + ৮ সুবর্ণধারার শ্যামল পুলিন

৮ + ১০ উৎপিঞ্জর তাণ্যের লাস্যময় লীলায় মুখর,

৮ + ৬ গন্ধবহসমার্হিত স্বরাট অম্বর

৪ দেয় ফিরে

১০ অবরোহী সন্ধ্যায় শিশিরে

৮ + ১০ অনুপূর্ব মানুষের অভ্যুদিত চিত্তের প্রাসাদ

৮ + ৬ জয়যুক্ত ট্রেসমান-ব্রিয়ার সংবাদ।।

(ঐ)

উদাহৃত অংশে অক্ষরবৃত্তে মাত্রাবিন্যাসের, পর্বরচনা ও যতিপাতের, পংক্তিসজ্জার স্বচ্ছন্দ স্বাধীনতা কবি নিয়েছেন। আধুনিক ছন্দের যে অভীষ্ট মুক্ত ছন্দ তাতে কবি অনায়াসে পৌঁছে যাচ্ছেন অথচ যে উচ্ছৃঙ্খলা তার বিভীষিকা, তাকেও তিনি অনায়াসে বর্জন করতে সক্ষম হচ্ছেন। অধিকন্তু 'অমনই' কে উচ্চারণে 'অমনি' অর্থাৎ তিনি মাত্রার ধরে এবং উদগ্রীব কে উচ্চারণে উদগীব অর্থাৎ তিন মাত্রার ধরে আমরা যে মাত্রাসমকত্বে পৌঁছছি যা অক্ষরবৃত্ত মিশ্র কলাবৃত্তের প্রার্থিত —সেখানেও নজরে আসে কবি অক্ষর বা Syllable এর মাত্রা গণনার যান্ত্রিক নিয়মটিকে প্রয়োজনে ভেঙ্গে দিতে দ্বিধা করছেন না। আবার 'প্রচ্ছন্ন' কে ধরলেন বিশিষ্ট উচ্চারণে ৪ মাত্রা।

অক্ষরবৃত্তে পর্ববিন্যাস পদবিন্যাসের এই মুক্ত ছাঁচ কম বেশি সব আধুনিক বাঙালী কবিই নিয়েছেন। উদাহরণ দিচ্ছি প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতা থেকে —

১০ খাঁ খাঁ রোদ, নিস্তব্ধ দুপুর

৮। ১০ আকাশ উপুড় করে ঢেলে দেওয়া

অসীম শূণ্যতা,

৮ পৃথিবীর মাঠে আর মনে—

৮ তারই মাঝে শুনি ডাকে

৬ শুষ্ককণ্ঠ কাক

৮ গান নয়, সুর নয়,

১০ প্রেম, হিংসা, ক্ষুধা —কিছু নয়,

৮ + ৬ —সীমাহীন শূন্যতার শব্দমূর্তি শুধু।

চরণ ভেঙে বিভিন্ন পংক্তিতে আনার কাকাব্য এখানে, কোনো কোনো পংক্তি শেষ পর্যন্ত চরণের ওজন পেতে চলেছে। আধুনিক কবিতায় ভাবের মুক্তি কাব্য-কে কবিত

ার বিষয় করে কবি যেমন এনেছেন, তেমনি ছন্দের মুক্তির আয়োজন-ছন্দেরই তলে তলে চলেছে।

আধুনিক বাংলা কবিতায় ছন্দোমুক্তির আয়োজন বিষ্ণু দেও কম করেননি। বিষ্ণু দে আমাদের মনে করিয়ে দেন আরাগঁ-র এই উক্তি যে 'কাব্যের ইতিহাস হ'লো টেকনিকের ইতিহাস' (আধুনিক ছন্দ; ছন্দের বারন্দা—শঙ্খ ঘোষ) 'বলাবাহুল্য কবিতার টেকনিকের একটা বড় অংশ হচ্ছে তার ছন্দগত কলাকৌশল। আধুনিক কবিতার ছন্দ অনেক সূক্ষ্ম কলাকৌশলকে আয়ত্ব করে নিয়েছে এবং এভাবেই ছন্দ এগিয়ে গিয়েছে তার ক্রমবিকাশের পথে। ছেদ ও যতিপাতে, মাত্রা ও পর্বে, স্তবকে মিলে আধুনিক বাঙালী কবিরা অনেক সময়েই নিখুঁত পদ্যছন্দকে গ্রহণ করেছেন, স্বরবৃত-অক্ষরবৃত্ত-মাত্রাবৃত্ত তাঁরা উত্তরাধিকার সূত্রেই—অর্জন করেছেন। বনলতা সেন, উটপাখী, সংগতি, শেষের রাত্রি, ঘোড়সওয়ার এই কবিতাগুলি যথাক্রমে লিখেছেন জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অমিয় চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব বসু এবং বিষ্ণু দে। এদের মধ্যে নিহিত যে আধুনিকতার শিল্পতত্ব তা কিন্তু ছন্দের উপর তত নয় বরং ভাবনা ও ভাষার উপর বেশি নির্ভর করেছে। অন্যদিকে নগ্ননির্জন হাত (জীবনানন্দ), নরক (সুধীন্দ্রনাথ), চেতন স্যাকরা (অমিয় চক্রবর্তী), শীতরাত্রির প্রার্থনা (বুদ্ধদেব বসু) ক্রেসিডা (বিষ্ণু দে)—এসব কবিতায় ভাব-বিপ্লবের পাশাপাশি ছন্দ-বিপ্লব-ও ও রয়েছে এবং ছন্দ নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষার যে পরিচয় খুব একটা গোপনও থাকে নি।

বিষ্ণু দে-র 'ক্রেসিডা' কবিতাটির — ছন্দ-অবয়ব খুঁটিয়ে দেখলে বোঝা যায়, ছন্দ নিয়ে — তার মিল ও স্তবকের বয়নকৌশল নিয়ে কবি কত ভেবেছেন। রোমান্টিক কবিতার একটি প্রধান ছন্দ ষণ্মাত্রিক মাত্রাবৃত্তকেই তিনি যেন এক অচেনা চেহারায় উপস্থাপিত করেছেন। প্রথম তিনটি স্তবক উদ্ধৃত করছি।

স্বপ্ন আমার কবিতা
অমাবস্যার দেয়ালি,
ধূম্রলোচন নিদ্রাহীন
মাঘ-রজনীর সবিতা।
হৃদয় আমার খেয়ার যাত্রী বৈতরনীর পার
কান্ডারীবিহীন বালুকাবেলায় দৃষ্টি ঘুরিছে দূরে।
হৃদয় আমার ছাপিয়ে উঠেছে বাতাসের হাহাকার।
দিনগুলি তুমি তুলে নিলে অঞ্চলে।
বালুচরাচারী দৃষ্টিতে ঝরে সান্নিধ্যের ধারা।
রাত্রিও চাও! শ্রাবণের ধারাজলে
মুখর হৃদয় তালীবন দীঘি কল্লোল অবিরাম।
ক্রেসিডা! তোমার থমকানো চোখে চমকায় বরাভয়।
তোমার বাহুতে অনন্ত-স্মৃতি ক্রতুকৃতকের শেষ
তোমাতেই করি মত্ত মরণে জয়।

ছন্দের টেকনিকের সূক্ষ্ম বৈচিত্রী এখানে কবি সাধন করেছেন। তিনটি স্তবকে প্রথম চোদ্দ পংক্তিতে তিনি মাত্র চারটি পংক্তিতে মিল ব্যবহার করেছেন। পদ্যছন্দের বৃত্তের ভিতরে থেকে তাকে ক্রমাগত মিলবর্জিত করে তোলা বা মাঝে মধ্যে কিছুটা স্বতোস্ফূর্ত বা automatic ভাবে মিলের চকিত ব্যবহার পরবর্তীকালে আধুনিক ছন্দের একটা বড় ভঙ্গিমা হয়ে দাঁড়াল। 'ক্রেসিডায়' ৩ পংক্তির এমন কি ১ ও ২ পংক্তির স্তবক আছে, সর্বোচ্চ ৭ পংক্তির স্তবক। প্রথম স্তবকে পংক্তি সম্পূর্ণ মিলবর্জিত। আবার নবম স্তবকে মাত্র তিনটি পংক্তি এবং একটি মাত্র মিল-ই তিনবার ব্যবহৃত হয়েছে।

ভ্রান্তি আমাকে নিয়ে যায় যদি বৈতরনীর পার, a
ভবিষ্যহীন আঁধার ক্লান্তি কাকে দেব উপহার? a
তপ্ত মর জনহীনতায় কোথায় সে-প্যান্ডার? a
a চিহ্ন দিয়ে মিল দেখানো হ'ল।

আবার এ কবিতায় পর্বসংস্থাপনেও বিচিত্রতা দেখছি। সমপর্বিক পংক্তি যেমন আছে, অসমপর্বিকপংক্তিও আছে — একটু বেশীই আছে, যেমন

৬ + ২ এই তা ভোরবেলা।
৬ + ৬ হে-ভূমিশায়িনী। শিউলি! আর কি
৬ + ২ কোনো সান্ত্বনা। নেই?

আধুনিক বাংলা কবিতায় ছন্দোমুক্তি শেষপর্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই গদ্যছন্দে এসে উপনীত হয়েছে। এখানে লিরিকের যে কোনো বৈশিষ্ট্য বা অনেক বৈশিষ্ট্যই পাওয়া যায়, যদিও একে টানা গদ্যের আকারেই লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। কাব্যিক গদ্যের থেকে এর তফাৎ এই যে হ্রস্ব ও সংহত, মুক্তছন্দের সঙ্গে পার্থক্য যে এখানে অসমান নানা পংক্তিবিন্যাস নেই, গদ্য অনুচ্ছেদের থেকে এ ভিন্ন কারণ এখানে বেশী তাল বা লয়, ধ্বনিমাধুরী, চিত্রকল্পের পুঞ্জ ও প্রকাশের গাঢ়তা রয়েছে। এমন কি এ কখনও কখনও অন্তর্মিল পর্যন্ত ব্যবহার করতে পারে ও মাঝে মাঝে ছন্দের অবয়ব পর্যন্ত ধারন করে। যেমন ধরা যাক বাংলা গদ্য কবিতায় মাঝে মধ্যেই অক্ষরবৃত্তের প্যাটার্ন এসে যায়। সহজেই ব্যাপারটা উপলব্ধ। এই গদ্যকবিতা আধপাতা, একটি বা দুটি স্তবক বা তিন চার পাতার হতে পারে। একটা মোটামুটি গীতিকবিতার দৈর্ঘ্য নিয়েই এ আসে প্রকৃতপক্ষে গদ্যকবিতা কোনো কাব্যিক গদ্য নয়, এ হচ্ছে একটা অত্যন্ত সচেতনক্রজব্ধ ভ্রস্পজন্স' বা শিল্পিত আঙ্গিক।

আধুনিক কবিদের মধ্যে বোদলেয়ারের গদ্যকবিতাই প্রথম ব্যাপক পরিচিতি লাভ করে। তাঁর Petits Poems en prose, অথবা Le spleen de Paris ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। কিন্তু র‍্যাঁবোই হচ্ছেন প্রথম এবং সম্ভবত একমাত্র কবি যাঁর মহোত্তম সৃষ্টিই হচ্ছে গদ্যকবিতা — ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত Les Illuminations ও ১৮৭৩ এ প্রকাশিত Une Saisan en Enfer। এখানে কবিতার ভিতর পাচ্ছি চেতনা ও অবচেতনার অপরূপ মিলনভূমি, সৃজনক্ষমতার চরম বিস্তার ও ব্যক্তিগত মিথ অথবা প্রতীকনির্মানের দৈবীক্ষমতা।

র‍্যাঁবো-র 'নরকের এক ঋতু'-র (Une Saisonen enfer) এর 'দ্বিতীয় প্রলাপ; শব্দের অ্যালবেমি' থেকে অংশ বিশেষের বঙ্গানুবাদ ব্যহার করছি।

"এবার আমার পালা। আমার উন্মত্ততাসমূহের একটির গল্প। দীর্ঘদিন ধরে আমি অহঙ্কার — করতাম — আমি সকল সম্ভাব্য ভূমিচিত্রের নির্মাণপ্রভু — এবং আমি ভাবতাম আধুনিক চিত্রকলা ও কবিতার বড় বড় মূর্তিগুলো পরিহাসযোগ্য।

আমি যা পছন্দ করেছি তা হচ্ছে ঃ অ্যাবসার্ড চিত্রকলা, দরজার উপরের ছবিসমূহ রঙ্গমঞ্চের দৃশ্যসজ্জা, কার্নিভালের পশ্চাৎপট বিলবোর্ড, উজ্জ্বল রঙের ছাপাই

চিত্র, পুরোনো ঢঙের সাদৃশ্য, গীর্জার লাটিন ভাষা, ভুল বানানে ভরা যৌন উদ্দীপক গ্রন্থসমূহ, যে ধরনের উপন্যাস আমাদের মাতামহীরা পড়তেন, রূপকথা, ছোট শিশুদের বইপত্র, পুরাতনী অপেরা, বোকা বোকা পুরোনো গান, গ্রাম্য পদ্যের সরল ছন্দতাল।

আমি ক্রুশেডসমূহের স্বপ্ন দেখেছিলাম, আবিষ্কার অভিযানের এমন সব ভ্রমণ যার কথা কেউ শোনে নি, ইতিহাস নেই এমন সব প্রজাতন্ত্রসমূহ, উৎসাদিত ধর্মযুদ্ধগুলো, নৈতিকতার ভিতর বিদ্রোহ, জাতি ও প্রদেশসমূহের গতিক্রিয়া; আমি সকল রকম জাদুক্রিয়ায় বিশ্বাসী করতে অভ্যস্ত ছিলাম।

আমি আবিষ্কার করেছিলাম স্বরবর্ণের রঙ। 'এ' কালো 'ই' সাদা, 'আই' লাল, 'ঙ' নীল, 'ইউ' সবুজ। আমি প্রতিটি ব্যঞ্জনবর্ণের আকার ও গতির নিয়মাবলী রচনা করেছিলাম, আমি নিজের ভিতর ছন্দতালে এক বিশেষ ধরনের কবিতা আবিষ্কারের জন্যে অহঙ্কার করেছিলাম, তাকে সর্ব ইন্দ্রিয় খুব তাড়াতাড়ি অথবা পরে, চিনতে পারবে। এবং একমাত্র আমি এর অনুবাদক হবো।

আমি এটাকে শু করেছিলাম অনুসন্ধান হিসেবে। আমি নীরবতা ও রাত্রিসমূহকে শব্দে রূপান্তরিত করেছি। যা উচ্চারণের অযোগ্য, তা লিখে রাখতাম। আমি ঘূর্ণমান পৃথিবীকে অনড় দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলাম।"

Prose-poem বা গদ্য-কবিতার এই এক অতিসুন্দর নিদর্শন। বোদলেয়ারের র‍্যাঁবো সাঁ জাঁ পার্সের ব্যবহৃত এই গদ্যছন্দ পরে মাঝে মধ্যে কবিতায় প্রয়োগ করেছেন। মেক্সিকোর স্প্যানিশভাষার কবি অক্তাভিও পাজ এর Valle de Mexico ঃ মেক্সিকোর উপত্যকা বলে একটি কবিতা পরিবেশন করছি — "দিন খুলে ফেলল তার স্বচ্ছ দেহ। সূর্যপ্রস্তরের সঙ্গে বাঁধা, আলো আমাকে থেঁতো করল তার বিশাল অদৃশ্য হাতুড়ি দিয়ে। এক অনুকম্পন থেকে আর এক অনুক ম্পনের মধ্যে আমি এক ছেদ ঃ জীবন্ত বিন্দু, ধারালো শান্ত বিন্দু, দুই চাহনির মিলনস্থলে স্থিরনিবদ্ধ — তারা পরস্পরকে অগ্রাহ্য করে এবং আমার ভিতর মিলিত হয়। তারা কি একটা চুক্তি করেছে? আমি শুদ্ধ শূন্যতা, যুদ্ধভূমি। আমার শরীরের ভিতর দিয়ে আমি আমার অন্য শরীরকে দেখি। পাথর ঝকঝক করে। সূর্য উপড়ে ফেলে আমার চক্ষুগুলো। দুটি নক্ষত্র তাদের লাল পালকগুলো সমান করে নেয় আমার চোখের গহ্বরে। জমকালো, ডানার উদঘূর্ণা এবং একটি হিংস্র ঠোঁট। আর এখন আমার চোখেরা গান করে। তার গানের ভিতর উঁকি দাও, নিজেকে নিক্ষেপ কর আগুনে"

(Octavio Pas : Selected Poetry / Bilingual Edition)

আধুনিক বাংলা কবিতায় গদ্যছন্দের ব্যবহার কেউ কেউ কখনো কখনো করেছেন। জীবনানন্দ দাশ বুদ্ধদেব বসু গদ্যছন্দে কবিতা লিখেছেন, কিন্তু পংক্তিগুলো বসিয়ে গেছেন নিয়মমাফিক কবিতার ছাঁদে। আর সব আধুনিক কবির মত সুধীন্দ্রনাথ দত্ত অথবা বিষ্ণু দে পদ্যে গদ্যের ধর্ম সঞ্চার করতে চেয়েছেন কিন্তু গদ্যছন্দে কবিতা লিখতে তাঁরা উৎসাহবোধ করেন নি। সমর সেন আবার আগাগোড়া গদ্যছন্দে স্বল্পপংক্তির কবিতা লিখে গেছেন, পংক্তি টানা গদ্যের আকারে সাজান নি, কবিতার মতই সাজিয়েছেন। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সাম্প্রতিক কালের কবি, গদ্যকবিতায় স্বচ্ছন্দ, তাঁর 'জ্বলন্ত জিরাফ' নামক গদ্যকবিতা বা prose poem থেকে অংশ উদ্ধৃতি করছি।

"সাতদিন পর্যন্ত আয়নায় হাসির প্রমাণ লেগে ছিল — এ ছাড়া চোখের জল জমিয়ে রেখেছিলাম বেসিনে। সেই ঠান্ডা চোখের জলে রোজ মুখ ধুতাম। কুলকুচো করেছি জানালা দিয়ে। প্রতিবেশী এসে বিরাট আপত্তি জানালো ঃ ! এতদিন পেচ্ছাপ করা সহ্য করেছি, তা বলে কি কুলকুচো করাও। তার ছোটো বাড়ীর রং সাদা ছিল।"

....

আধুনিক কবিরা গদ্যছন্দ গ্রহণ করেছেন ভাবপ্রকাশের স্বাধীনতার জন্যে, আঙ্গিকের অভিনবত্বের টানে, নতুন একটা কিছু করে দেখানোর জন্য টেকনিকের দিক থেকে। তাঁদের গদ্যকবিতার মধ্যে আঁদ্রে ব্রেঁতো-র সুররিয়েলিস্ট মেনিফেস্টো-তে কথিত "automatic writing" স্বতঃস্ফূর্ত লেখনীর ছাপ আছে। মনে ও মস্তিষ্কে জেগে ওঠা উত্তেজিত ছবিগুলি ভাবলেশহীনভাবে পরপর লিখে যাওয়া, একটুও সম্পাদনা নিয়ন্ত্রণ বা বাছাই না করে। যেন অনেকটা অবচেতনাকে ধরবার জন্য সিগমন্ড ফ্রয়েডের Free Association বা অবাধ ভাবানুসযঙ্গপদ্ধতির প্রয়োগ কবিতায়, অথবা জেমস্ জয়েসের মত ঔপন্যাসিক এককভাবে যেমন তাঁর ইউলিসিস' উপন্যাসে ব্যবহার করেছিলেন 'stream of Conciousness' বা চেতনাপ্রবাহ' পদ্ধতি; আদি উৎস যে ফ্রয়েড, বস্তুনিরপেক্ষভাবে সে কথা অবশ্যই বলতে হবে। আধুনিক গদ্য কবিতায় সুররিয়ালিজমের — স্বপ্ন ও অবচেতনার বিশাল ছাপ রয়েছে, লক্ষ্যে করা যায়।

Free verse বা মুক্ত ছন্দের কবিতা নিয়ে এমি লোয়েলের "The Rhythm of Free verse" বলে একটা লেখা আছে যেমন আছে টি. এস. এলিয়টের 'Reflections on verse libre' বলে প্রবন্ধটি। বলা হয়েছে নিয়মিত ছন্দের ভিতরে ভিতরে ছন্দের স্পন্দনের ব্যাপক স্বাধীনতা আধুনিক কবিরা খুঁজে পেয়েছেন, অন্যদিকে ফ্রী ভার্স তার ছন্দের আপাত আকার বিহীনতাকে ক্রমাগত একটা যেন নির্দিষ্ট অবয়বে দিকে নিয়ে যেতে চেয়েছে। ফ্রী ভার্স যে সব কবিরা কবিতায় ব্যবহার করেছেন তাঁরা যথার্থই কাব্যে বিপ্লব আনতে চেয়েছিলেন —

"Free verse has been employed mainly by the radical poets, ……" (Dictionary of world Literary ন্দ্রপ্সজ্ঞপ্পব্দ জ্ঞ ন্দস্তু স্তু ধ্নপ্সব্দন্দস্নাড় ত্রড়ন্দ্মপুন্দস্তু । নিয়মিত ছন্দের ভিতরে বাকস্পন্দের স্বাধীনতা কিভাবে আধুনিক কবিতায় এসে গিয়েছিল তার উদাহরণ জীবন ানন্দের কবিতা থেকে কিঞ্চিৎ চয়ন করছি

'ঐ দিকে শোনা যায় / সমুদ্রের স্বর' (পাখিরা) — এখানে অক্ষরবৃত্তে 'ঐ' ২মাত্রা ধরা হয়েছে;

'সোনালী রোদের ঢেউয়ে। উড়ন্ত কীটের খেলা। কত দেখিয়াছি (আট বছর আগের একদিন) — এখানে 'রোদের ঢেউএ' এর কম পড়তে হবে কারণ এ পংক্তিতে ছন্দের প্যাটার্ন অক্ষরবৃত্তে ৮। ৮। ৬;

'মর্গে গুমোট (ঐ) মর্গে শ্লিষ্টি উচ্চারণে ৩ মাত্রা পড়া যায়

'দাঁড়ালাম বেন্টিঙ্ক স্ট্রীটে গিয়ে — টেরিটি বাজারে' (রাত্রি) এখানে 'বেন্টিঙ্ক' বেন্টিংক উচ্চারনে ৪ মাত্রা।

— জীবনানন্দ দাশের কবিতায় এভাবে ছন্দের স্বাধীনতা, মুক্ত ছন্দের নমনীয়তা এসে গেছে।

সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'অর্কেস্ট্রা' নামক দীর্ঘ কবিতাটিকে এখানে খুব মনে পড়ছে। কবিতায় ছন্দের ব্যবহারে শিল্পীর স্বাধীনতার একটা চমৎকার উদাহরণ এখানে। সমস্ত কবিতাটি ৭ অংশ বিভক্ত। যাত্রা শু অক্ষরবৃত্তে।

৮ — ১০ নিবে গেল দীপাবলী / অকস্মাৎ অস্ফুট গুঞ্জন
৮ — ১০ স্তব্ধ হল প্রেক্ষাগারে / অপীনত প্রচ্ছদের তলে
৮ — ১০ বাদ্যসমবায় হতে, / আরক্তিল নিঃসঙ্গ বাঁশরী
১০ নম্র কণ্ঠে মরমী আহ্বান; /
(অর্কেস্ট্রা ১ অংশ)

কিন্তু প্রথম ১২ টি পংক্তির পরই পরবর্তী ১২ পংক্তিতে ছন্দান্তর, পাঁচমাত্রার মাত্রাবৃত্ত বা কলাবৃত্ত ব্যবহৃত

৫+৫+২ অস্তাচলে / চন্দ্র দিশা হারা

৫+৫+২ অতন্দ্রিত / জোনাকি স্নিগ্ধ / মান ;

৫+৫+২ বিদায় মাগে / মলিন শুক / তারা;

৫+৫+২ স্বপনলীলা / হয়েছে অব / সান

(অর্কেষ্ট্রা ১ম অংশ)

তারপর ১৬ পংক্তিতে আবার যন্মাত্রিক মাত্রাবৃত্ত বা কলাবৃত্ত।

৬+৬+২ রাত্রিশেষের / দ্বিধাদুর্বল / আলো

৬+৬+২ উঁকি মারে ওই / খোলা জানালার / ধারে

৬+৬+২ নির্বান দীপে / ধূমকজ্জ্বল / আলো

৬+৬+২ মূর্ত করেছে / ব্যর্থ প্রতী / ক্ষারে।।

কবিতাটি দ্বিতীয় অংশের প্রথম ৭ পংক্তিতে আবার অক্ষরবৃত্তে প্রত্যাগত।

সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে উৎসর্গিত পূর্বলেখ কাব্যের 'জন্মাষ্টমী' নামক দীর্ঘকবিতায় একইভাবে বিভিন্ন ছন্দের ব্যবহার করে বিষ্ণু দে কবিতাকে মুক্ত ছন্দের দিকে নিয়ে গেছেন। শু অক্ষরবৃত্তে এবং অক্ষরবৃত্তই কবিতাটির বহুলাংশে জুড়ে।

৮।৮ সন্ধ্যার ধোঁয়ার সৃষ্টি / উঠে আসে সুচতুর।।

১০ দ্ধ করে নিশ্বাসপ্রশ্বাস।।

৮ বাষ্পগন্ধ হাতে। //

উচ্চারণে প্রায় এলিয়টীয়। 'স্পনজ' = 'স্পঞ্জ' = ২মাত্রা

কিন্তু এ কবিতারই মধ্যে রয়েছে বিষ্ণু দে-র প্রিয় ৬ মাত্রার মাত্রাবৃত্তের চমক

৬+৫ এই যে অলকা, / তোমার পাশে //

৬+৫ কে পারে থাকতে স্ফূর্তি হীন? //

৬+৫ (সুরেশ তো রোজ বিকেলে আসে?) //

৬+৬+৫ যা বলেছ তুমি, তোমার কিন্তু শাড়ির রং //

৬+৫ আমার চোখে তো নেশাই ঘনায় — //

৫ রাজাস্ পেগ্। ।।

স্পষ্ট বোঝা যায় আধুনিক কবিরা ছন্দের প্রয়োগে স্বাধীনতা খুঁজছেন, টেকনিকের ভিতরে ভিতরে নিয়ে আসছেন নমনীয়তা ও নতুনত্বের চকিত মোচড়। কখনো বা কবিরা দেখান সম্পূর্ণ নতুনকে বরণের দুঃসাহস। তখন তাঁরা হয়ে ওঠেন ছন্দবিপ্লবী।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com